গ্রীক এবং হিন্দু।

প্রস্তাবনা।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

কার্য্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য আছে," উদ্দেশ্য মাত্রের হেতু আছে, এবং হেতুর আবার সার্থকতা আছে। কার্য্যানুষ্ঠানে যথায় এই চতুর্ব্বিধ ক্রমেরই সুসিদ্ধি, তথায়ই কার্য্যের পূর্ণতা, এবং সেই কার্য্যই যথার্থতঃ সুফল-ফলবান হইয়া থাকে। নতুবা কার্য্য, কার্য্যমধ্যে গণ্য নহে; তাহা গন্তব্য পথে গতিপণ্ড মাত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সাংসারিক কার্য্য-ক্ষেত্রে গতিপণ্ডই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অধিকাংশই প্রতিকৃতি-প্রতারিত, এই গতিপণ্ডকেই আকাঙ্ক্ষিত পুরুষার্থ ভাবিয়া, চিত্তকে প্রবোধ দানে জীবন ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

মনুষ্য-শক্তি-সাধ্য যাবতীয় কার্য্য দ্বিবিধ প্রকরণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এক ইচ্ছাতীতে, অপর ইচ্ছাধীনে; অথবা এক প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তিতায়, অপর মনুষ্য বা স্বকৃত নিয়মের বশ-বর্ত্তিতায়। মনুষ্য বা স্বকৃত নিয়ম মনুষ্যের স্বেচ্ছাসম্ভূত, অতএব উহা স্বাধীন; কিন্তু স্বাধীন হইলেও, উহা প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্কশয়ন-শায়ী। সুতরাং যতক্ষণ মনুষ্যকৃত নিয়মের কার্য্য প্রকৃতি-অনুকূলে, ততক্ষণ উহা সাত্ত্বিক এবং সুফলপ্রদ; এবং যখনই আবার প্রকৃতি-প্রতিকূলে, তখনই অসাত্ত্বিক এবং অফলপ্রদ হইয়া থাকে। ফলতঃ, মনুষ্য সেই বিশ্ব-পরিচালিনী মহাশক্তি রাশি মধ্যে স্ফাটিকত্বে পরিণত

শক্তিখণ্ড স্বরূপ; সুতরাং পৃথক বটে অথচ পৃথক নহে, সেইরূপ আবার অপৃথক বটে অথচ অপৃথক নহে।

এই উভয়বিধ কর্ম্মসূত্র বাহিয়া আমাদিগের জীবন-গতি। অতএব আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কার্য্যপ্রবর্ত্ত হইতে হইলে, অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যভূত সার্থকতা লাভার্থে সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বিবিধ বিষয়ের অবধারণ কর্ত্তব্য। প্রথমে, প্রাকৃতিক নিয়ম কিরূপে সেই প্রবর্ত্তিত কার্য্যের উপকরণ ও উপায় সমূহের সঙ্কুলান করিতেছে; দ্বিতীয়ে, আমরা কিরূপ হইলে, এবং কিরূপে সেই উপকরণরাশি ও উপায় সমূহ ব্যবহার করিতে পারিলে, প্রকৃতি অনুকূলা হইবায়, অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যভূত সার্থকতা লাভে যথাসম্ভব সমর্থ হইতে পারি। যে কোন বিষয় হউক, অগ্রে তাহার প্রাকৃতিক প্রকৃতি অবধারণ, এবং তাহাকেই অবলম্বন ও ভক্তি ভাবে গ্রহণ ব্যতীত, যদৃচ্ছা তাহার অনুষ্ঠান করিলে, সুমঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্পই। এই অবধারণা অন্তে, স্বেচ্ছা এবং আত্ম-কর্ম্মশক্তিকে সাত্ত্বিক করিয়া, সেই প্রকৃতি অনুসরণে কার্য্য করিলেই, পূর্ব্বকথিত চতুর্ব্বিধ ক্রমেরই সুসিদ্ধি সাধন হইতে পারে; এবং কার্য্যকারকও কার্য্য-পূর্ণতা-নীত আনন্দে আনন্দবান হইয়া থাকেন।

অদ্য আমরা আমাদিগের জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, অনুষ্ঠান হেতু সমাগত একটী গুরুতর বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাহা এই,—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জাতীয় সংমিলনে, পাশ্চাত্য সহ আমাদিগের গুণবিনিময়ে, আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিগত এবং জাতিগত, উভয়তঃ উন্নয়ন কৃতি সাধন। পাশ্চাত্য প্রতিরূপ আধুনিক ইউরোপীয়গণ; এবং প্রাচ্য প্রতিরূপ আধুনিক ভারত সন্তান। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি স্বরূপ গ্রীক; এবং প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি স্বরূপ প্রাচীন হিন্দু।

ভিত্তিভূমির প্রাকৃতিক প্রকৃতি অবধারিত হইলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রকৃতি অবধারণা সহজ হইয়া আইসে। ফলতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিত্তিরই সর্ব্বতোভাবে পদানুসরণ করিয়া থাকে; স্থূল দৃশ্যে পার্থক্য যাহা

কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল উভয়ের রূপান্তর ভেদ মাত্র, আন্তরিক প্রকৃতি-ভেদ নহে। এই প্রবন্ধে সেই ভিত্তিভূমিদ্বয়ের প্রাকৃতিক প্রকৃতি অবধারণা উদ্দেশ্য। স্বেচ্ছাসম্ভূত প্রকৃত্যাদির জ্ঞানার্থে সাহিত্য ইতিহাসাদি বহুতর বিষয় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

আমরা এই প্রবন্ধ ভাগে গ্রীক এবং হিন্দু এক বংশজ হইলেও, কালে কি কি প্রাকৃতিক কারণযোগে কিরূপ বিভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অপরিহার্য্যভাবে তাহা কতদূর তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে বসিয়া, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র ও কার্য্যের কতদূর রূপান্তর সাধন করিয়াছে, তাহার আলোচনায় তাহাদের প্রকৃতি অবধারণ করিব। এবং উপসংহার ভাগে, সঙ্ক্ষেপতঃ আমরা কিরূপ সাত্ত্বিক প্রকৃতি হইলে, তাহার উপর স্বেচ্ছা শক্তির প্রকৃত প্রয়োগে, কথিত বিনিময় বা যে কোন যথার্থ কার্য্যে পারগ হইতে পারি, তাহার নিরাকরণে চেষ্টা পাইব।

যে কোন বিষয়ের উপর পূর্ণ দর্শন লাভ, এ পর্য্যন্ত মনুষ্য-শক্তিকে প্রদত্ত হয় নাই। একদেশ দর্শনই মনুষ্য-শক্তির প্রধানতঃ সম্বল; তাহারও আবার উত্তম অধম আদি উচ্চেতর ভেদ আছে। এমন স্থলে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আর কোন কথা বাহুল্য করিয়া বলিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র! অতঃপর ইহাতে অকৃতকার্য্যতা যাহা, তাহা আমার; কৃতকার্য্যতা যাহা, তাহা অনন্ত কার্য্যমূলে প্রযুক্ত হইয়া, অনন্ত কার্য্যফল প্রসবে রত হউক।

ইতি প্রস্তাবনা।